—চাষার ছেলে 'রূপাই'। শাঙনমাসের তমালের মতন কালো তার গা-খানি দেখলে মনে হয় কে যেন বর্ষামেঘের গায়ে 'তেল' মাখিয়ে দিয়েছে। **'তেল'** লাবণ্য। রূপাইয়ের ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণ্যের তরলপ্রভা দেখে লজ্জা পেয়েছে বিজ্‌লী-মেয়ে—চমক বন্ধ ক'রে লুকিয়ে আছে সে। **'তেল'** অর্থাৎ রূপাইয়ের কালো অঙ্গের লাবণ্য **উপমেয়**, এর তুলনায় **নিকৃষ্ট উপমান** বিজ্‌লী-মেয়ে। অলঙ্কার **ব্যতিরেক**। সুন্দর উদাহরণটি। তরুজগতে নিবিড়তম শ্যামলতা তমালের। বর্ষাকালে তমালপাতার পানে চাইলে মনে হয় সত্যই কে যেন ওর গায়ে তেল মাখিয়ে দিয়েছে, এখনি যেন টুপিয়ে টুপিয়ে পড়বে মাটিতে! কবি প্রথমে উপমায় দেখিয়েছেন রূপাইয়ের বিশিষ্ট কালোরূপটিকে, তারপর উৎপ্রেক্ষায় এনেছেন তেলের ভিতর দিয়ে লাবণ্যের ব্যঞ্জনা, শেষে এই ব্যঞ্জিত লাবণ্যকে নিয়ে সৃষ্টি করেছেন 'ব্যতিরেকে'র।

(xvi) 'কিসের এত গরব প্রিয়া?
কথায় কথায় মান অভিমান এবার এসো শেষ করিয়া।
ভাটায় ক্ষীণা তরঙ্গিণী ফের জোয়ারে দুকূল ভাঙে;
জোয়ার গেলে আর কি ফিরে, নারী, তোমার জীবনগাঙে?'—শ. চ.

এটি **বিপরীতভাবের** ব্যতিরেক। **উপমান** এখানে **উৎকৃষ্ট, উপমেয় নিকৃষ্ট**। গাঙ (নদী) উপমেয় নারীর চেয়ে উৎকৃষ্ট এই কারণে যে গাঙে জোয়ার যায়, আবার আসে কিন্তু নারীজীবনে যৌবন যখন যায় তখন একেবারেই যায়। এইজাতীয় 'ব্যতিরেক' অনেক আচার্য্য সঙ্গত কারণেই স্বীকার করেন না। 'অতিশয়োক্তি'-র ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

(xvii) "কলকল্লোলে লাজ দিল আজ
নারীকণ্ঠের কাকলী।"—রবীন্দ্রনাথ।

(xviii) "এলো ওরা
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,—
এলো মানুষ-ধরার দল
গর্ব্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্য্যহারা অরণ্যের চেয়ে।"
—রবীন্দ্রনাথ।

—'তোমার' = আফ্রিকার; 'ওরা', 'মানুষ-ধরার দল' = ইংরেজ।

১৫। প্রতীপ

উপমান যদি উপমেয়রূপে কল্পিত হয় অথবা উপমেয় নিজস্ব শ্রেষ্ঠত্বগুণে যদি উপমানকে প্রত্যাখ্যান করে, তাহ'লে প্রতীপ অলঙ্কার হয় ("নিষ্ফলত্বাভিধানেন উপমেয়স্য প্রকর্ষ-প্রতীতেঃ উপমান-প্রাতিকূল্যম্"—সাহিত্যদর্পণের রামতর্কবাগীশ-কৃত টীকা)।

প্রতীপের দ্বিতীয় লক্ষণটি থেকে ব্যতিরেক অলঙ্কারের কথা মনে আসতে পারে। **ব্যতিরেকে** যেখানে **উপমেয়ের প্রাধান্য** দেখানো হয়, **প্রতীপে** সেখানে **উপমানকে প্রত্যাখ্যান** করা হয় এইটুকু লক্ষণীয়। ভাবটা এই যে উপমেয় স্বয়ং এত উৎকৃষ্ট যে তার কাছে উপমান নিষ্ফল।

(i) "ফুটিল আজি কমলরাজি কান্তাননতুল্য"—কালিদাস।

—এখানে উপমেয় আনন এবং প্রসিদ্ধ উপমান কমল বিপরীত স্থান অধিকার করেছে অর্থাৎ কমলতুল্য আনন না ব'লে কবি আননতুল্য কমল বলেছেন।

(ii) "মায়ের মুখের হাসির মত কমল-কলি উঠ্‌ল ফুটে"
—গোলাম মোস্তাফা।

(iii) "তোমার চোখের মত উছলিবে কাজল-সরসী" —অজিত দত্ত।

(iv) "নিবিড় কুন্তলসম মেঘ নামিয়াছে মম
দুইটি তীরে।" —রবীন্দ্রনাথ।

এগুলি সবই প্রথম প্রকারের প্রতীপের উদাহরণ। এইবার দ্বিতীয় প্রকারের প্রতীপের (উপমেয়ের শ্রেষ্ঠত্বগুণে উপমানের প্রত্যাখ্যান) উদাহরণ দিচ্ছি :

(v) 'প্রিয়ে, তব মুখ থাক, কি কাজ শারদসুধাকরে ?
থাকুক চঞ্চল আঁখি, নীলোৎপলদল কি বা করে ?
এই তব ভুরুভঙ্গী, পুষ্পধনু তুচ্ছ এর কাছে ;
কজ্জলকুন্তল তব, মেঘের কি প্রয়োজন আছে ?' —শ. চ.

—উপমেয় মুখ, আঁখি, ভুরুভঙ্গী এবং কুন্তল নিজেরাই এত উৎকৃষ্ট যে এদের উপমান সুধাকর, পদ্মদল, মদনের ধনু এবং মেঘ নিষ্ফল, কাজেই প্রত্যাখ্যাত।

(vi) "প্রভাতবেলায় হেলাভরে করে অরুণ-কিরণে তুচ্ছ
উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রন-গুচ্ছ !"
—রবীন্দ্রনাথ।

(প্রত্যাখ্যান মানে নিষ্প্রয়োজনবোধে পরিহার)

(vii) "কবরীভয়ে চামরী গিরিকন্দরে
মুখভয়ে চাঁদ আকাশে।
হরিণী নয়নভয়ে স্বরভয়ে কোকিল
গতিভয়ে গজ বনবাসে॥" —বিদ্যাপতি।

—রাধার কবরী, মুখ, নয়ন, স্বর এবং গতি (উপমেয়) স্বয়ং এত উৎকৃষ্ট যে উপমান চামরী, চাঁদ, হরিণী, কোকিল এবং গজ নিষ্প্রয়োজনবোধে শুধু পরিত্যক্তই হয় নাই, একেবারে নির্ব্বাসিত হয়েছে—চামরী চাঁদ যথাক্রমে গিরিগুহায়, আকাশে এবং হরিণী, কোকিল, গজ বনে। বলা বাহুল্য যে, নয়ন, স্বর, গতির উপমান হরিণী, কোকিল, গজ নয়; হরিণীর নয়ন, কোকিলঝঙ্কার, গজগতি। এগুলি ব্যঞ্জনায় উপমান।

আধুনিক কাব্য থেকে এমনি একটি উদাহরণ দিই :

(viii) "জানি আমি কেন তুই গহন কাননে
ভ্রমিস, রে গজরাজ ; দেখিয়া ও গতি
কি লজ্জায় আর তুই মুখ দেখাইবি,
অভিমানি ?" —মধুসূদন।

—'ও গতি' হ'ল ইন্দ্রজিতের গতি। প্রমীলার উক্তি।

(ix) "হরিতাল কোন্ ছার বিকার সে মৃত্তিকার
সে কি গৌররূপের তুলনা ?" —লোচনদাস।

(x) "ছি ছি কি শরতের চাঁদ ভিতরে কালিমা।
কি দিয়া করিব তোমার মুখের উপমা॥" —বলরামদাস।

[শেষোক্ত উদাহরণদুটির সম্বন্ধে একটা কথা আছে : উপমান হরিতাল এবং চাঁদ উপমেয় (যথাক্রমে) গৌররূপ এবং মুখ অপেক্ষা নিকৃষ্ট, যেহেতু হরিতাল মৃত্তিকার এবং চাঁদের ভিতরে কালিমা—এই লক্ষণে এবং তুলনাবাচক শব্দ 'তুলনা' 'উপমা'-র প্রয়োগহেতু অলঙ্কার এদুটি ক্ষেত্রে প্রতীপ না ব'লে, ব্যতিরেক বলাই সঙ্গত। কিন্তু 'কোন্ ছার' এবং 'ছি ছি' নিষ্ফলতাব্যঞ্জক ব'লে প্রতীপলক্ষণ বর্ত্তমান। আমার মনে হয়, এখানে প্রতীপ-ব্যতিরেকের সঙ্কর। এই সূত্রে ব্যতিরেক অলঙ্কারে উদ্ধৃত অষ্টম উদাহরণের শেষ পঙ্‌ক্তির (কি ছার চকোর ইত্যাদি) উপর মন্তব্য পঠনীয়।]

(খ) বিরোধমূলক অলঙ্কার

১৬। বিরোধাভাস

যখন দুটি বস্তুকে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী ব'লে বোধ হয়, কিন্তু তাৎপর্য্যে সে বিরোধের অবসান হয়, তখন হয় **বিরোধাভাস** বা **বিরোধ** অলঙ্কার।

এ অলঙ্কারটির Oxymoron এবং Epigramএর সঙ্গে অনেকটা মিল আছে।

অধ্যাপক Bain বলেছেন, "The Epigram is *an apparent contradiction in language* which by causing a temporary shock, rouses our attention to some important meaning underneath"।

(i) "অচক্ষু সর্ব্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান,
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।"

—চক্ষু, কর্ণ এবং পদের অভাব যথাক্রমে দর্শন, শ্রবণ এবং গতির বিরোধী। কিন্তু বিশেষণগুলি ভগবানের ; কাজেই তত্ত্বতঃ কোনো বিরোধ নাই।

(ii) "মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃতহ্রদে"—মধুসূদন।

—হ্রদে পড়া এবং মক্ষিকার গ'লে না যাওয়া পরস্পরবিরোধী। কিন্তু হ্রদটি অমৃতের—অমৃত অমর করে, ধ্বংস করে না।

(iii) "বজ্রসেন কানে কানে কহিল শ্যামারে,
'ক্ষণিক শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া আমারে
বাঁধিয়াছ অনন্ত শৃঙ্খলে'।" —রবীন্দ্রনাথ।

—শৃঙ্খলমুক্তির দ্বারা শৃঙ্খলবন্ধন পরস্পরবিরোধী। দুই শৃঙ্খলে যমক অলঙ্কার। প্রথমটি কারাগারের লৌহশৃঙ্খল, দ্বিতীয়টি প্রেমের বন্ধন। এইখানে বিরোধের অবসান।

(iv) "অবলার কোমল মৃণাল-বাহুদুটি
এ বাহুর চেয়ে ধরে শতগুণ বল।...
দাও মোরে অবলার বল, নিরস্ত্রের
অস্ত্র যত।" —রবীন্দ্রনাথ।

—মদনের কাছে চিত্রাঙ্গদার বরপ্রার্থনা। 'এ বাহু' চিত্রাঙ্গদার কঠিন-কিণাঙ্কিতকরতলবিশিষ্ট পুরুষোচিত সবল বাহু।

(v) "সবে বলে মোরে কানু-কলঙ্কিনী গরবে ভরল দে"

—জ্ঞানদাস।

—কলঙ্কিত হওয়ার সঙ্গে গৌরববোধের বিরোধ। কিন্তু এ কলঙ্ক যে কানুকলঙ্ক (তুলনীয়—"কানুপরীবাদ মনে ছিল সাধ সফল করিল বিধি"—চণ্ডীদাস)।

(দে=দেহ; পরীবাদ=লোকনিন্দা অর্থাৎ রাধার কৃষ্ণসম্পর্কে কলঙ্ক)

(vi) "দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া"—চণ্ডীদাস।

—প্রেমবৈচিত্ত্যে বিরোধের অবসান।

(vii) "ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা

জীবনের জয়গান।"—কাজি নজরুল।

(viii) "চলে বায়ু অতি মন্থরগতি শীকরনিকর বহি

ধীরে বিরহিচিত্ত দহি।"

—কবিশেখর কালিদাস।

(ix) "অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়

লভিব মুক্তির স্বাদ।"—রবীন্দ্রনাথ।

(x) "রসের সায়রে ডুবায়ে আমারে

অমর করহ তুমি।"—চণ্ডীদাস।

(xi) "সজল নয়ান করি পিয়াপথ হেরি হেরি

তিল এক হয় যুগচারি।"—বিদ্যাপতি।

—বিরহিণী রাধার কাছে প্রিয়-অদর্শনের একটি মুহূর্ত্তও অসহ্য।

(xii) "মন মোর ছড়ায়েছে ত্রিভুবনময়,

নহে মিথ্যা নহে—

সবার আসঙ্গ লভি সবার বিরহে।"—অন্নদাশঙ্কর।

(xiii) "দশ দিশি বিরহ হুতাশ।

শীতল যমুনাজল অনল সমান ভেল

ভনতহি গোবিন্দদাস॥"

—যমুনাজল **শীতল এবং অনলসমান**; এই বিরোধ অবসিত হচ্ছে বিরহের দ্বারা। [দিনেশচন্দ্রের 'পদাবলীমাধুর্য্য' থেকে এই অংশটুকু নিয়েছি। পাঠান্তর "সোহি যমুনাজল অবহুঁ দ্বিগুণ ভেল"—এতে **বিরোধ** হবে না।]

(xiv) "পিনাকে তোমার দাও টঙ্কার,

ভীষণে মধুরে দিক্ ঝঙ্কার,